মোলাখ্যাছের অনুবাদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

ইহতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মূদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ১০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العٰلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اٰله و صحبه اجمعين

মোলাখ্যাছের অনুবাদ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

প্রশ্ন- "মৌলুদে কেয়াম সম্বন্ধে আপনাদের মত কি? (খোদাতায়ালা আপনাদের উপর অনুগ্রহ করুন) উভয় কার্য্যকি মোস্তাহাব, কিম্বা, বেদয়াত, অথবা মকরুহ। ফকিহগণ বলিয়াছেন, যখন কোন শরিয়তের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কার্য্য, কথা, আকায়েদ কিম্বা অবস্থার ছুন্নত কিম্বা বেদয়াতে-ছাইয়েরা হওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ ও সন্দেহ করে এবং তাহার নিকট এরূপ কোন দলীল প্রকাশিত না হয় যাহা একদিক বলবৎ করিয়া দেয় তবে উক্ত সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করা ওয়াজেব, যেরূপ মুহিতে ছারাখ্‌ছির ও ছেজদার অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে—"যে বিষয়ের ওয়াজেব ও বেদয়াত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এহ্‌তিয়াতের জন্য উহা আদায় করিবে। আর যে বিষয়ের বেদয়াত ও ছুন্নত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, উহা ত্যাগ করিবে, কেননা বেদয়াত ত্যাগ করা জুরুরি ও ছুন্নত আদায় করা জরুরি নহে। এইরূপ তরিকায় মোহাম্মদীয়ার টিকা হাদিকায় নাদিয়ার প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে

আছে। এই বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মিলাদ ও কেয়াম ত্যাগ করা জরুরি, কেননা উভয় বিষয় সকলের মতে নব সৃজিত বিষয়, আর উভয়ের ছুন্নত হওয়া সন্দেহ স্থল, কাজেই উভয় কার্য্য ত্যাগ করা ওয়াজেব।

জওয়াব—

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়া ও নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়িয়া আমি বলি, যদি শরিয়তের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি আলেমগণের মতের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায়, তবে সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে, যেরূপ জুমার অধ্যায়ে শহরের ব্যাখ্যা লইয়া (বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে) বিরোধ প্রমাণ করিতে চাহিলে (উভয় মতের) সমকক্ষ হওয়া জরুরী, ইহা নুরোল-আনওয়ারে আছে, কাজেই মিলাদ ও কেয়াম সম্বন্ধে বিরোধ প্রমাণ করার শর্ত্ত পাওয়া যায় না, কারণ খাস মিলাদের মোস্তাহাব হওয়ার কথা মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও মাদারেজোন্নবুয়তে আছে, আমরা ওয়াজের সময় উক্ত কেতাবদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া থাকি এবং উভয়ের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। আরও মা-ছাবাতাবিছ ছুন্নাৎ তফছিরে রুহোল বায়ান, এমাম ছইউতির মেছবাহোজ জোজাজা এবং তাঁহার ফাতাওয়াতে আছে। এই ইমাম ছইউতি মোজতাহেদ ছিলেন এবং হাদিছের ছনদে আমাদের বড় শিক্ষকগণের অন্তর্গত ছিলেন, যেরূপ শেখ আবদুল আজিজ (কোঃ) ওজালায় নাফেয়া কেতাবে এলমে-হাদিছের ছনদ বর্ণনা স্থলে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও এনছানোল-ওইউন ফি ছিরাতোল আমিনেলমামুন ও মাওলদেল বশিরেল নজির কেতাবে আছে, ইহা উক্ত তফছিরে আছে। আরও এমাম এবনোল জজরির কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, ইহা মাওয়াহেবে আছে। আরও ছিরাতে শামী ও হাফেজ এমামদ্দিনের কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, ইহা উক্ত ছিরাতে-শামীতে আছে। আরও এবনোল-জাওজির কথা ও

আল্লামা-তোগরেলের কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, ইহা দোর্রোল মোমতাজেমে আছে। আরও আবুল হাছান প্রসিদ্ধ এবনো-ফজলের কার্য্য, জামালদ্দিন আজামি হামদানির কার্য্য ইউছফ হাজ্জাজের কার্য্য, শেখ এমাম আল্লামা নাছেরদ্দিন মোবারক প্রসিদ্ধ এবনোল বাত্তাহের কথা, শেখ এমাম জামালুদ্দিন আবদুর রহমান বেনে আবদুল মালেকের কথা হইতে সপ্রমাণ হয়। উল্লিখিত সমস্ত লোকের কথা ছিরাতে শামীতে আছে, উক্ত ছিরাত লেখকের মতে তাঁহারা বিশ্বাস ভাজন ছিলেন। এবনো-হাজার হায়ছমি ও ছাখারির কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, এমাম ছাখাবি হাদিছের ছনদে আমাদের বড় শিক্ষকদের অন্তর্গত ছিলেন, যেরূপ শেখ আবদুল আজিজ ওজামায়া-নাফেয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আরও হাফেজ এবনো-হাজারের কথা হইতে প্রমাণ হয়, ইহা তফছিরে রুহোল-বায়ান প্রণেতা বর্ণনা করিয়াছেন। আরও আবু শামার কেতাবোল-বায়েছ হইতে সপ্রমাণ হয়, ইনি এমাম নাবাবীর শিক্ষক ছিলেন। আরও ফৎহোল আলিমেছ ছাত্তারেল মুনজির মর্ম্ম ও আবু জোরয়ার কথা হইতে সপ্রমাণ হয়। তিনি মোজতাহেদ ছিলেন, কেননা মাওয়াহেব প্রণেতা তাহার মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আবু জোরয়ার নিকট, এইরূপ কথা মোজতাহেদ ব্যতীত কাহারও জন্য বলা হয় না। আরও মোল্লা আলি কারির কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, তিনি মাওয়াবেদের রাবি ফি -মালুদেন্নাবি কেতাবে বিস্তারিত ভাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শামছদ্দিন মোহাম্মদ ছাখাবি রহমাতুল্লাহে আলায়হের শিষ্য। আরও উহা ইসলামের শহরগুলির অধিবাসীগণের, বিশেষতঃ মক্কা ও মদিনা শরিফের অধিবাসীগণের আমল হইতে সপ্রমাণ হয়। ইহা এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যে তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। উহা অতি বলবান দলীল, কেননা উহা বিনা মতভেদে সকলের নিকট প্রামাণ্য।

স্পষ্ট ও বিশিষ্ট ভাবে কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়া সমস্ত অঞ্চলের ও বড় বড় শহরের মুছলমানদিগের বড় জামায়াতের আমল ও এমাম

তকিউদ্দিন ছুবকীর আমল হইতে সপ্রমাণ হয়, ইহা রুহোল বায়ান ও ছিরাতে শামীতে আছে। ইনি মোজতাহেদ ছিলেন, যেরূপ রদ্দোল মোহতারের মোরতাদ্দের অধ্যায়ে আছে—এমাম খাতেমাতোল-মোজতাহেদীন শেখ তকিউদ্দিন ছুবকি বলিয়াছেন। আরও যেরূপ মানুদে বরজঞ্জির টিকাতে আছে। আরও ওছমান বেনেল হাছান দিমাইয়াতি ও আবদুল্লাহ বেনে আবদুর রহমান ছেরাজের ফৎওয়া হইতে সপ্রমাণ হয়, সত্বর আমি উক্ত ফৎওয়া দুইটির বর্ণনা করিব। আরও ইসলামী শহরগুলি অধিবাসীদিগের বিশষতঃ মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণের আমল হইতে সপ্রমাণ হয়, ইহা আমল করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, যেরূপ একটু পূর্ব্বে অবগত হইয়াছে। আরও এনছানোল ওইউন কেতাবে ও ছিরাতে-শামী হইতে উহা সপ্রমাণ হয়। মিলাদ ও কেয়ামের মূল হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। মিলাদের বিবরণ নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা হয়, হাদিছের কেতাবের দিকে রুজু করুন। আর এই তা'জিমি কেয়াম নবি (ছাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ)-এর অবিরত কার্য্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, মেশকাত মাছাবিহের মোছাফাহা ও মোয়ানাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আএশার হাদিছের দিকে লক্ষ করুক। ইহাতেউভয় বিষয়ের মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ হইল। উভয় বিষয়ের নিষেধের কথা স্পষ্ট ও বিশিষ্ট ভাবে ছুন্নতঅল জামায়াতের কোন কেতাবে অদ্যবধি উল্লিখিত হয় নাই। ফাকেহানি মালিকি একাই মিলাদ নিষেধ করতঃ বড় জামায়াতের বিরুদ্ধচারণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের শিক্ষক নহেন, বরং মোফাছ্‌ছেরিন সম্প্রদায়ের এমাম শেখ জালালদ্দিন ছইউতি যিনি আমাদের শিক্ষক, তাঁহাকে এনকারকারি সন্দেহকারী নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার মতকে রদ করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ তাহার কথা হাফেজ এবনো হাজার রদ করিয়া দিয়াছেন। আর কোথাও মিলাদ কেয়ামের নিষেধাজ্ঞা উত্তীর্ণ হয় নাই। এক্ষেত্রে আমরা কিরূপে আমাদের হাদিছের ছনদের শিক্ষকের কথা ত্যাগ করিয়া

এনকারকারি, সন্দেহ কারির কথা গ্রহণ করিব, বিশেষতঃ আমরা প্রথমেই তফছিরের এলমে তাঁহার তফছির পাঠ করিয়া থাকি। তৎপরে যদি আমরা নিষেধ কারিদের অবস্থা আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে, তাহারা বেদয়াত কার্য্য নিষেধ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিছ সম্বন্ধে ফকিহগণের কথা গ্রহণ করেন না এবং বিধি প্রকার বেদয়াতকে একই পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া থাকেন এবং ওয়াজেব, হারাম, মকরুহ মোস্তাহাব ও মোবাহ বেদায়াতের এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা বিশ্বাস করেন না। তাহারা বেদয়াত কার্য্য নিষেধ করিতে গিয়া বেদয়াতে হাছানাকে নিষেধ করিয়া থাকেন। তাহাদের এই কার্য্য অধিক সংখ্যক প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের বিপরীত। এক্ষণে যদি আমরা উক্ত নিষেধ কারিদিগের পয়রবি করি, তবে যে ফেক্‌হ, আকায়েদ প্রভৃতি কেতাবগুলির উপর শরিয়ত নির্ভর করিতেছে, তৎসমুদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। কাজেই কিরূপে আমরা একমাত্র ফাকেহানির পয়রবি করিব এবং আমাদের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকগণের ও অধিকাংশ আলেমগণের মত ত্যাগ করতঃ মিলাদ ও কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়াতে সন্দেহ করিয়া উহা ছুন্নত কিম্বা বেদয়াত এইরূপ উভয়মতের মধ্যে পড়িব? বরং আমরা উভয় বিষয় মোস্তাহাব বলিয়া বিশ্বাস করি। কাজেই কি কারণে উভয় কার্য্য ত্যাগ করিব এবং উল্লিখিত অকাট্য দলীল সমূহ দ্বারা উভয় কার্য্যের যে মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, উহা হইতে সঙ্কোচ বোধ করিব? কোন দলীলে আমরা মিলাদ সম্বন্ধে মায়াহেবে লাদোন্নিয়া ও মাদারেজান্নবুয়ত লেখক দ্বয়ের মত ত্যাগ করিব এবং অন্যান্য মছলা সমূহে তাহাদের মত গ্রহণ করিব? কোন প্রয়োজন বশতঃ মিলাদ সম্বন্ধে এবনোল জজরি ও জালালদ্দিন ছুইউতির কথা ত্যাগ করিব, অথচ আমরা সকলেই তজবিদ, কেরাত ও তফছির সম্বন্ধে এতদুভয় ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহাদের মতের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস ভাজন দিগের মধ্যে গণনা করিয়া থাকি।

আর প্রশ্নকারি যে মিলাদ ও কেয়ামের নূতন মত হওয়ার কথা বলিয়াছেন, উহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক নূতন মত শরিয়তে বেদয়াত নহে। বেদয়াতে হাছানা ও ছইয়েয়ার মর্ম্ম ছুন্নত-অল জামায়াতের অধিকাংশ আলেমের মতে যেরূপ এবং যাহা আমি আমার কারামাতোল-হারামাএনেশ-শরিফাএন কেতাবে আশেয়া তোল্লামরাত, এহইয়াওল উলুম কেতাব, আবু জোরয়ার কথা, হাদিকায় নাদিয়া, এজালাতোল খেফা, কেতাবোল বাত্তেহ হইতে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে এস্থলে উহার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা মহা হিতকর বোধ করিতেছি। উহা এই যে, নবি (ছাঃ) এর পরে যাহা নুতন উদ্ভব হইয়াছে। উহা আভিধানিক মর্ম্মে বেদয়াত। তৎপরে তন্মধ্যে যাহা ছুন্নতের নিয়মের মোয়াফেক (পৃষ্ঠ পোষক) এবং উহার উপর কেয়াছ করা হইয়াছে, উহা বেদয়াতে হাছানা, উক্ত নব সৃষ্ট বিষয় উৎকৃষ্ট ও মুসলমানদিগের হিতজনক, যেরূপ মিনারা ও কা'বার চারি পার্শ্ব চারি মোছাল্লা প্রস্তুত করা কোরান শরিফের দশ দশ আয়তে চিহ্ন স্থাপন, নোকতা দেওয়া, ছুরাগুলির নাম ও আয়তগুলির সংখ্যা লেখা, এই সমস্ত ছুন্নতের নিয়মের পৃষ্ঠপোষক, কেননা তৎসমস্ত দ্বারা মুসলমানদিগের কোন ক্ষতি ও অহিতের সৃষ্টি হয় নাই, বরং তাহাদের পক্ষে সর্ব্বজনীন হিত হইয়া থাকে। আর যে রূপ মোবাহ আনন্দজনক কার্য্যে খাদ্য খাওয়ান যথা—মিলাদে খাদ্য খাওয়ান, ইহা অলিমা, আকিকা, খাৎনা ও কোরআন খতম কালে খাদ্য খাওয়ান হইয়াছে। আর যেরূপ মিলাদ শরীফ পাঠ কালে নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের বর্ণনা উপলক্ষে আল্লাহতায়ালা নিজের যে রছুলকে রহমতুল্লিল-আলামিন রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার পয়দা করার ঘটনার তা'জিম উদ্দেশ্যে কিম্বা তাঁহার পয়দাএশের অবস্থার ত'জিমের ধারণায় কেয়াম করা, ইহাতে 'ফৎহোল-আলিমেছ ছাত্তারের মুনজী' প্রণেতার তাবেদারি করা হইবে, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, ইহা হজরতের পয়দা এশের অবস্থার তাজিমের জন্য, যে ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিয়াছে, তাহার

পক্ষে নিয়মিত কেয়ামের স্থান। যেন উহা পাঠ করিলে ও শ্রবণ করিলে নুতন ভাবে উক্ত পয়দাএশ অনুষ্ঠিত হয়, এই বাতেনি খেয়ালে উহার জন্য কেয়াম করে। তিনি যে নিয়মিত কেয়ামের কথা বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, মিলাদের ঘটনা বর্ণনা উপলক্ষে নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশ আলোচনা কালে যে কেয়াম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেন তিনি এই সময় শুভাগমন করিলেন, এইহেতু এই ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা কালে কেয়াম করা হয় না। মূল কথা, এই কেয়াম তাজিমি কেয়াম, হজরত (ছাঃ) (হজরত) ফাতেমা (রাঃ) র জন্য এবং হজরত ফাতেমা (রাঃ) নবি (ছাঃ) এর জন্য যে কেয়াম করিয়াছিলেন, উহার উপর কেয়াছ করা হইয়াছে।

এইরূপ সত্য পরায়ণ খলিফাগণের কার্য্য, বেদয়াতে হাছানা বরং প্রকৃত পক্ষে উহা ছুন্নত। নিশ্চয় আমরা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়তের আদেশ পালন করা উদ্দেশ্যে নবি (ছাঃ) এর অতিরিক্ত সম্মান করিয়া থাকি। আয়তটি এই لتومنوا باللهو رسوله و تعزروه وتو قروه মাদারেজোন্নুবয়তে আছে تعزروه শব্দের অর্থ নবি (ছাঃ) এর সম্মান কর এবং তাঁহার তা'জিম অধিক পরিমাণ কর, তাঁহার সহায়তা ও সাহায্য কর। এইরূপ মাদারেক ও বয়জাবিতে আছে। সর্বপ্রকার সম্মান না করিলে, তাঁহার পূর্ণ সম্মান করা হয় না যেরূপ এক ব্যক্তি তাঁহার কামেল জাতের এবং যে কোন বিষয় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখে উহার, এমন কি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের যান বাহনের, পরিত্যক্ত বস্তুগুলির ও হাদিছ সমূহের শরিয়ত সঙ্গত সম্মান করে। নিশ্চয় আমি আরবদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহারা মিলাদ পাঠকারির সম্মান করিতেন, টাকাকড়ি যাহা সুযোগ হইত তাঁহাকে প্রদান করিতেন, ইহা আমার আনন্দ দায়ক হইত কেননা ইহাতে বুঝা যাইত যে, তাঁহাদের অন্তরে হজরত (ছাঃ) এর মহব্বত, সম্মান ও বোজর্গী আছে। আর যাহা ছুন্নতের বিপরীত হয়, যেরূপ বিপদের দিবসগুলিতে জেয়াফত প্রস্তুত করা ও দুঃখ প্রকাশ করা, ইহা গোমরাহিমূলক বেদয়াত। সমস্ত

বেদয়াতকে যে গোমরাহি বলা হইয়াছে, এইরূপ বেদয়াতকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তুমি জানিয়া রাখ, কেয়ামত পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় নুতন সৃজিত হয় যদিও শ্রেষ্ঠ তিন জামানার নেক প্রাচীনগণের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উল্লিখিত না হয়, কিন্তু উহাতে কোন ফাছাদের সংযোগ না হয় এবং উহাতে মুছলমানগণের কোন ক্ষতি ও অহিত সাধিত না হয়, বরং উহাতে তাহাদের সর্ব্বব্যাপি উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়, উহা বেদয়াতে হাছানা হইবে, উহার অনুষ্ঠানকারি আহলে-ছুন্নত বলিয়া অভিহিত হইবে, বেদয়াতি বলিয়া কথিত হইবে না, সে ব্যক্তি উহাতে ছওয়াবের অধিকারী হইবে যখন তুমি ইহা বুঝিতে পারিলে, তখন জানিয়া রাখ যে, এই মিলাদ শরিফে মুসলমানদিগের কোন ক্ষতি ও অহিতের সৃষ্টি হয় নাই, বরং উহা কল্যাণ, উহাতে তাহাদের সর্ব্বজনীন উপকার হইয়া থাকে, কেননা মিলাদ উপলক্ষে যে দান ছদকা, সৎকার্য্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ প্রকাশ করা হইয়া থাকে, একেত উহাতে দরিদ্রদিগের উপকার হইয়া থাকে, দ্বিতীয় উহাতে উহার অনুষ্ঠানকারির অন্তরে নবি (ছাঃ) এর ভক্তি সম্মান ও বোজর্গী স্থান পাইয়াছে এবং আল্লাহতায়ালা যে রাছুলকে রহমাতল্লিল আলামিন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পয়দা করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, ইহা বুঝা যায়। যেরূপ আমি আমার কারামাতোল হারামাএনেশ শরিফাএন কেতাবে 'কেতাবোল বায়েছ হইতে বর্ণনা করিয়াছি। আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি, ইহা জালালদ্দিন ছইউতির মতের নিকট নিকট উহা এই যে তিনি বলিয়াছেন, উহাতে নবি (ছাঃ) এর মর্য্যাদার সম্মান করা হয় এবং তাঁহার মিলাদ শরিফের জন্য আনন্দ ও উৎসব প্রকাশ করা হয়, কাজেই মিলাদ ও কেয়াম অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্টহিত আর কি হইতে পারে? নিশ্চয় উক্ত মিলাদ ও কেয়াম উহার অনুষ্ঠান কারির অন্তরে হজরত (ছাঃ) র ভক্তি সম্মান ও বোজর্গী (মহত্ব) জাগরিত করিয়া দেয়।" শেষ।

এক্ষণে যদি উল্লিখিত ব্যাপার সত্ত্বেও মিলাদ কার্য্য বেদয়াতে হাছানা না হয়, তবে দুনইয়া হইতে বেদয়াতে-হাছানা অদৃশ্য হইয়া যাইবে, যেরূপ এনকারকারিদের অন্তর হইতে হজরত (ছাঃ) এর সম্মান ও বোজর্গী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আম খাস সকলেই জানেন যে, মিলাদ ও কেয়াম হজরত (ছাঃ) এর সম্মান এইহেতু আমরা মিলাদকে ভালবাসি এবং উহার নিষেধ কারিগণকে মন্দ জানি।

আরও আমাদের যে ভাইদিগের ছনদ মাওলানা শেখ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবি ও তাঁহার বংশধর ও শিষ্য মাওলানা শেখ আহমদ এছহক মোহাদ্দেছ দেহলবি (কোঃ) পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আশা করি যে, তাঁহারা আমার সমর্থন করিবেন এবং এমাম আওজায়ির তুল্য ন্যায় বিচার করিয়া বলেন, খোদার শপথ, নিশ্চয় আমি ভ্রমে ছিলাম। আর অকারণে আমার কথা রদ করিতে চেষ্টা না করেন, কেননা মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব 'ওজামায়-নাফেয়া কেতাবে ছিরাতে শামীর প্রশংসা করিয়াছেন এবং মাওলানা এছহাক ছাহেব তাঁহার দাদা ও এলম ও তরিকতের শিক্ষকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া উক্ত কেতাবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদিগকে ছিরাতে-শামী পাঠ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, যেন তিনি ফার্সি ভাষায় লিখিত মেয়াতে-মাছায়েলের ১৫ প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে উক্ত ছিরাতে শামীর প্রতি আমল করিতে অছিএত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, উহা দেখিয়া লইতে পারে, বর্ত্তমানে আমী আমার ভাইদিগের মনের শান্তি প্রদান উদ্দেশ্যে ছিরাতে শামীর এবারত উদ্ধৃত করিতেছি। আল্লামা দেমাশকী سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد প্রকাশ্য ছিরাতে শামীর দ্বাদশ অধ্যায়ের মিলাদ কার্য্যে আলেমগণের মতামত, উহার লোকদিগের সমবেত হওয়া, উহার যে কার্য্য প্রশংসার যোগ্য এবং যে কার্য্য নিন্দাবাদের যোগ্য তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়াছেন। উহার এবারত এই হাফেজ আবুল

খায়ের ছাখাবি নিজ ফাতাওয়াতে বলিয়াছেন, মিলাদ শরিফের কার্য্য শ্রেষ্ঠ তিন জামানার কোন প্রাচীন নেক লোক কর্ত্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, তৎপরে উহার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎপরে মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চলে ও বড় বড় শহরে উন্নত ধরণের আনন্দ উৎসবপূর্ণ কার্য্যবলী সহ অপূর্ব অলিমা সকলের মজলিশ করিয়া থাকেন, উক্ত মাসের রাত্রি সমূহে বিবিধ প্রকার দান খয়রাত করিয়া থাকেন, আনন্দ উৎসব প্রকাশ করিয়া থাকেন অধিক পরিমাণ সৎকার্য্য সমূহ করিয়া থাকেন, মিলাদ শরীফ পাঠে সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন, উহার বরকতে তাহাদের উপর প্রত্যেক প্রকার ব্যাপার ফজিলত প্রকাশ হইয়া থাকে।"

ফাজেল কামেল অলী শেখ ইছমাইল হক্কী আফেন্দী (কোঃ) তফছিরে রুহোল বায়ানে محمد رسول الله এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "মিলাদ কার্য্য হজরতের সম্মান করার অন্তর্গত যদি উহাতে কোন দুষিত কার্য্য না থাকে।"

দুষিত কার্য্য সৎকার্য্যের বিপরীতকে বলা হয় যে, কোন কার্য্যের মোবাহ হওয়া শরিয়তে সপ্রমাণ না হয়, উহা উহার অন্তর্গত হইবে, যেরূপ হারাম বাদ্য যন্ত্রগুলি সহ সঙ্গীত, দাড়ীহীন বালকদের স্ত্রীলোকদের ও বেশ্যাদের নাচ, বেদাতগুলি ও কাম উত্তেজক কথাগুলি। এস্থলে বেদয়াতগুলির অর্থ ছাইয়েরা বেদয়াত, কেননা বেদয়াতে হাছানা সৎকার্য্যের অন্তর্গত। বদ কার্য্যের উপর এনকার করার আদেশ আছে, যেরূপ এইরূপ গজল ও কবিতা পাঠ করা যাহা নবি (ছাঃ) এর প্রশংসা উপলক্ষে উচ্চারণ করার অনুপযুক্ত, যথা হে প্রতিমা, হে আরবের ফাছাদ, এইরূপ কোন কথা নবি (ছাঃ) কে উপলক্ষ করিয়া বলা। কতক বোজর্গের কথায় দেখা যায় যে, হে প্রতিমা আবতাহি উপাধিকারী, আজমের হাঙ্গামা ও আরবের ফাছাদ, ইহা আত্মহারা অবস্থায় কথিত হইয়াছে, এইরূপ বক্তা ক্ষমার পাত্র। যে ব্যক্তি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহে, তায়র্রোফ ইত্যাদি তাছাওফ পন্থিদিগের কেতাব সকল পাঠ করুন।

অমুলক কাহিনী সকল বর্ণনা করা যে সমস্ত পাঠ করা হালাল নহে, কেরাতকে খণ্ড খণ্ড করা পুরস্কার লাভ উদ্দেশ্যে এক এক কথাকে দুই দুইবার পড়া স্ত্রীলোকদের ও দাড়ীহীন বালকদের প্রশংসা উপলক্ষে কবিতা পাঠ, এইরূপ যে কোন বিষয় শরিয়তে মোবাহ নহে, মিলাদ কার্য্যে জায়েজ হইবে না। তামাকের গন্ধের ন্যায় কোন দুর্গন্ধ বস্তুতে মজলিশকে কলুষিত না করা চাই। কেননা জেকরের মজলিশকে সুবাসে সুবাসিত করা ছুন্নত, যেরূপ মাদারে জোছ-ছালেকিন এলা রাছুলে তরিকেছ-ছালেকিন ও আশেয়াতোল লাময়াত হইতে বুঝা যায়। মিলাদ পাঠ কালে মক্কা ও মদিনা শরিফের কারিগণের যে নিয়ম হইয়াছে যে, তাঁহারা উহা আরবি এলহানে পড়িয়া থাকেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।

আর তাঁহাদের যে এইরূপ নিয়ম হইতেছে যে, যখন কারি পূর্ব ঘটনা শেষ করেন, তখন উত্তর দাতাগণ আগামী ঘটনার প্রারম্ভে উত্তর দিয়া থাকেন, ইহা ছুন্নত যেরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) গর্ত্ত খনন করা বলিয়াছিলেন,—

اللهم ان العيش عيش الاخرة

فاخفر للانصارو المهاجرة

'হে খোদা নিশ্চয় আখেরাতের কর্মই সুখই সুখ, তুমি আনছার ও মোহাজেরদিগকে ক্ষমা কর। তদুত্তরে ছাহাবাগণ বলিয়ছিলেন—

نحن الذين بايعو محمدا

على الجهاد ما يقينا ابدا

"আমরাই যত দিবস জীবত থাকি, সর্ব্বদার জন্য জেহাদের শর্ত্তে (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত করিয়াছি।

যে ব্যক্তি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করে, যেন দলীল

বোখারির জেহাদের অধ্যায় পাঠ করে।

মিলাদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার শ্রেষ্ঠতম দলীল মুসলমানদিগের পুরুষ পরম্পরায়ের আমল ও উন্নতি মোহম্মদীর এজমা।

মক্কায় মোয়াজ্জমার বিশ্বাস ভাজন আলেমগণ কেয়াম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ছিলেন, ইহাতে ওছমান বেনে হাছান দেমইয়াতি (রঃ) জাওয়াব দিয়াছিলেন—

ছুন্নত অল্ জামায়াতের উম্মতে মোহাম্মদী উল্লিখিত কেয়ামের মোস্তাহাছান হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন। হজহত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত গোমরাহির উপর সমবেত হইবেন না। আব্দুল্লাহ বেনে আবদুল রহমান ছেরাজ (রঃ) জওয়াব দিয়াছিলেন।

"মিলাদ শরিফ পাঠ কালে হজরত (ছাঃ) এর পয়দাএশ আলোচনা কর এই কেয়াম মহা মহা এমাম ধারাবাহিক ভাবে করিয়া আসিতেছেন এবং এমামগণ ও হাকেমগণ বিনা এনকার কারির এনকারে ও প্রতিবাদ কারির প্রতিবাদে স্থির সাব্যস্ত রাখিয়া আসিতেছেন কাজেই উহা মোস্তাহাব হইবে। তাওয়ারোছ توارث শব্দের অর্থ প্রাচীন কাল হইতে পুরুষ পরস্পরায় করিয়া আসা কোন এনকারকারি ইহার উপর এনকার করেন নাই এবং কোন প্রতিবাদকারি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, ছুন্নত জামায়াতের মধ্যে এমন কেহ গ্রহণ যোগ্য প্রতিবাদ করেন নাই যাহার প্রতিবাদ গ্রহণের যোগ্য হয়। মিলাদ সম্বন্ধে ফাকেহানির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য, যেরূপ ছইউতির কার্য্যে প্রকাশিত হয় এবং উহা ঐরূপ শাজ না দেয় (একজনার সমর্থহীন) কথা যে উহা প্রতিবাদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, দ্বিতীয় ফাকেহানি হিংসান্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই কেয়ামের প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাতে মুফতি ছাহেবের কথার সত্যতা প্রকাশিত হইল।

আর যদি বলা হয় যে, কেয়াম মিলাদের অন্তর্গত, তবে আমরা বলিব, মিলাদের মোস্তাহাব হওয়ার দলীল উক্ত কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়ার

মায়ানিতে আছে। তুমি যখন ইহা বুঝিলে, তখন তোমার এই কথা দ্বারা যে মৌলুদ নিন্দিত বেদয়াত, গোমরাহি হারাম ও মকরুহ বলিয়া মৌলুদেন্নবির অবজ্ঞা করা জায়েজ হইবে?

কাজেই অমুক কেতাব কিম্বা এই দলীল মিলাদ কার্য্য বাতীল করা সম্বন্ধে তোমার এই কথা দ্বারা আমলে মাওলেদ অবজ্ঞা করা কিরূপে জায়েজ হইবে।

এইরূপ কেয়ামের অবস্থা, কেননা উহা নবি (ছাঃ) এর সম্মান সূচক কেয়াম।

و ما محمد الا رسول এর ব্যাখ্যায় তফছিরে জাহেদীতে আলি (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যদি তোমার পুত্রের নাম মোহাম্মদ রাখ, তবে তাহার সম্মান কর এবং মজলিশে তাহার জন্য বিস্তৃত স্থান দান কর। এস্থলে পুত্রের সম্মান করার কারণ নাই। বরং তাঁহার বোজর্গ নামের খেয়ালে এইরূপ করা হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, খেয়ালের ও অন্তরে ভক্তি পোষণ করার গুরুত্ব আছে (অর্থাৎ হজরতের পরদাএশের আলোচনা শ্রবণে তাঁহার দুনইয়াতে শুভাগমনের খেয়াল নূতন ভাবে উদয় হয়, এইহেতু তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া থাকেন)।

এইহেতু সুলতান মাহমুদ (রঃ) নিজের দাস ইয়াজের পুত্রের আদব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার নাম মোহাম্মদ ছিল সে তাঁহার জন্য ওজুর পানি আনয়ন করিবে, তিনি ইহাতে রাজি হন নাই। ইহা রুহোল বায়ানে আছে। ইহার তুল্য কথা কাজি (এয়াজ) শেফাতে বলিয়াছেন। আবু আবদুর রহমান ছোলামি, জাহেদ আহমদ বেনে ফাজলাওয়াহে হইতে রেওয়াত করিয়াছেন, তিনি তীর নিক্ষেপ কারিযোদ্ধাদের অন্তর্গত ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন আমি বিনা ওজু নিজের হস্তে ধনুক স্পর্শ করি নাই যে সময় হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের মোবারক হস্তে ধনুক স্পর্শ করিয়াছিলেন," এক্ষণে মিলাদ সম্বন্ধে তোমার ধারণা